ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-২০৪৩ (আগরতলা ১৩-০৯-২০১৭)
জিরানীয়া, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

বেলবাড়ি ব্লকের দ্বিতল নতুন ভবনের উদ্বোধন
মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্যই প্রশাসনকে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে - পঞ্চায়েত মন্ত্রী

বেলবাড়ি ব্লকের নবনির্মিত পাকা ভবনের আজ বিকেলে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী মানিক দে । ২ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই দ্বিতল ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন এ ডি সি-র মুখ্যকার্য নির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা । সম্মানীত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক নিরঞ্জন দেববর্মা, জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন প্রদীপ দেবনাথ, জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুচিত্রা দেবনাথ, ভাইস চেয়ারম্যান কালীপদ চক্রবর্তী প্রমুখ ।

নতুন ভবনের উদ্বোধন করে পঞ্চায়েত মন্ত্রী মানিক দে তাঁর ভাষণে রাজ্যের উন্নয়নের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন । তিনি বলেন, মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার প্রশাসনকে সম্প্রসারিত করে চলেছে । নতুন নতুন ব্লক গঠন করে মানুষের উন্নয়নের দায়িত্ব ব্লকগুলির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে । সকল অংশের মানুষকে রাজ্যের উন্নয়নে সহযোগিতা করতে তিনি আহ্বান জানান । তিনি বলেন, এই বেলবাড়ি এলাকায়ও এক সময় কিছুই ছিল না । এলাকার মানুষের উন্নয়নের কথা ভাবনায় রেখেই এই ব্লকও গঠন করা হয়েছে । তিনি রাজ্যের উন্নয়নের বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকার উন্নয়নের বিভিন্ন তথ্য উল্লেখ করে বলেন, রইস্যাবাড়ির মত এলাকায়ও এখন বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া হয়েছে । যা এক সময় ভাবা যেতনা । সর্বত্র যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পানীয় জলের ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হচ্ছে । এ ডি সি-র প্রধান কার্যালয় এলাকায় পলিটেকনিক কলেজ স্থাপন, সংগীত মহাবিদ্যালয়, স্টেডিয়াম এবং মার্কেট গড়ে তোলা হয়েছে ।শহর এবং গ্রামের মধ্যে এখন ফারাক কমে গেছে । রাজ্যে শান্তি -সম্প্রীতি সুদৃঢ় হওয়ায় এবং জন সাধারণের সহযোগিতার ফলেই এত সব উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে । তিনি বলেন, এক সময় রাজ্যে এ ডি সি গঠন নিয়ে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছিল । কেন্দ্রীয় সরকারেরও এ ডি সি গঠনে অনীহা ছিল । কিন্তু রাজ্যের জাতি- উপজাতি মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলেই এ ডি সি গঠন সম্ভব হয়েছে। এই ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের প্রচেষ্টার কথাও তিনি উল্লেখ করেন ।

******২য় পাতায়**

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া তাঁর ভাষণে বলেন, জনসাধারণের জন্যই এই ভবন গড়ে তোলা হল । তিনি কর্মচারীদের জনগণের জন্য সরকার গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচীগুলি সময় মতো মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে আহ্বান জানান । তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টার জন্য রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন হচ্ছে । এই উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অনেকগুলি পুরস্কার লাভ করেছে । সফল উন্নয়নের জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে পুরস্কৃত করছে । অথচ এই কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীরাই ত্রিপুরার কোন উন্নয়ন হচ্ছেনা বলে সমালোচনা করছেন । এই বিষয়ে রাজ্যের মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে । শান্তি সম্প্রীতি সুদৃঢ় রেখে রাজ্যের উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত করতে তিনি সকল অংশের মানুষকে সহযোগিতা করতে আহ্বান জানান ।

এ ডি সি-র মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা মানুষের কল্যাণে গৃহীত সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচীগুলি দলমত নির্বিশেষে সবার কাছে পৌঁছে দিতে আহ্বান জানান । অনুষ্ঠানে বিধায়ক নিরঞ্জন দেববর্মা, পশ্চিম জেলার জেলা শাসক ড. মিলিন্দ রামটেকে এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি বেলবাড়ি বি এ সি-র চেয়ারম্যান সুকুমার দেববর্মাও বক্তব্য রাখেন । স্বাগত ভাষণ দেন বি ডি ও অসিত কুমার দাস ।

****

This document was created using Smart PDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com